<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>

<u>(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার)</u>

<u>আপীল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি চম্পা দত্ত (পাল)

২০১৯ সালের সি. আর. আর ৩৪৭৭

সঞ্জয় ছাজের

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীর জন্য	**:**	শ্রী অয়ন ভট্টাচার্জী,
		শ্রী ইন্দ্রজিৎ অধিকারী,
		শ্রী শারীকুল হক
		শ্রীমতি রিতু দাস
রাজ্যের পক্ষে	:	শ্রী অরিজিৎ গাঙ্গুলি
শুনানির সমাপ্তি	:	২৩.১১.২০২৩
রায়	:	০১.১২.২০২৩

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পাল) :

১. বর্তমান সংশোধনীটি ৮ আগস্ট, ২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যা কলকাতার বিজ্ঞ প্রধান বিচারকের আদালত কর্তৃক ২০১৯ সালের ফৌজদারি সংশোধন নং ১২৭-এ প্রদত্ত হয়েছিল এবং এর ফলে ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনের ৩৩সি(১) ধারার অধীনে ২০১৩ সালের সিএস/১৬০৮৮-এর সাথে সম্পর্কিত কলকাতার ১৬তম আদালতের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ১১ জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের আদেশকে সমর্থন করা হয়েছে।

২. আবেদনকারীর বক্তব্য হলো, পশ্চিমবঙ্গের সহকারী শ্রম কমিশনার শ্রী কল্লোল চক্রবর্তী, শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সালের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৩সি(১) এর অধীনে, শিল্প বিরোধ দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সালের W.B. আইন LVII) এর ধারা ১৮ দ্বারা সংশোধিত, কলকাতার বিদ্বান চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মেসার্স অ্যাডভান্স ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেডের বিরুদ্ধে অভিযোগের একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন।

৩. ১৬ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে অভিযুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে সমন জারির বিষয়ে বিজ্ঞ বিচার ম্যাজিস্ট্রেট একটি প্রতিবেদন পান এবং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, অভিযুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে ক্রোকের আদেশ জারি করা হয় এবং উক্ত অভিযুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে নির্বাহ কার্যকর করার রিটার্ন এবং ক্রোকের আদেশের পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

৪. ১১ জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখে, বড়বাজার থানার বিজ্ঞ ট্রায়াল ম্যাজিস্ট্রেট একটি প্রতিবেদন পান যেখানে বলা হয়েছিল, অন্যান্য বিষয়ের সাথে,

যুক্তি দিয়েছিলেন যে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণে ৭১, ক্যানিং স্ট্রিটের (বাগরি মার্কেট) একটি বড় অংশ পুড়ে গেছে, যার মধ্যে অফিসও রয়েছে এবং বর্তমানে নির্ধারিত দোকান/ঘরটি সম্পূর্ণ খালি এবং সেখানে কোনও অস্তিত্ব নেই।

৫. বিজ্ঞ বিচার ম্যাজিস্ট্রেট ১১ জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের অপ্রকাশিত আদেশের মাধ্যমে অভিযুক্ত কোম্পানির পরিচালকের বিরুদ্ধে সমন জারির নির্দেশ দেন এবং পরিষেবা রিটার্নের জন্য পরবর্তী তারিখ ২৬ মার্চ, ২০১৯ নির্ধারণ করেন।

৬. ১১ জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে, আবেদনকারী কলকাতার সিটি দেওয়ানী কোর্টের (এখন থেকে 'বিজ্ঞ প্রধান বিচারক' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বিজ্ঞ প্রধান বিচারকের কাছে ২০১৯ সালের ক্রাই. রেভ. নং ১২৭ নামে একটি রিভিশন পিটিশন দাখিল করেন, যেখানে ৮ আগস্ট, ২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে শুনানির পর, বিজ্ঞ প্রধান বিচারক বিজ্ঞ বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ১১ জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশ বহাল রেখে তা খারিজ করে দেন।

৭. তাই সংশোধন।

৮. রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন **শ্রী অরিজিৎ গাঙ্গুলি, বিদ্বান আইনজীবী,** যিনি শ্রম বিভাগের আধিকারিকের জমা দেওয়া তথ্যের বিবৃতি জমা দিয়েছেন।

৯. **আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী অয়ন ভট্টাচার্জি** নির্ভর করেছেন ***পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম অ্যাস্পায়ারিং ইঞ্জিনিয়ার্স এবং এক্সপোর্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা ২০০৮ সালে রিপোর্ট করেছেন (১) সিএইচএন পৃষ্ঠা ১৬৫*** মামলার রায়ের উপর।

১০. উক্ত রায়টি ২০০৮ সালের ডব্লিউ. পি. ১৩৭৬০ (ডব্লিউ)-তে এই আদালতের আরেকটি বেঞ্চের সামনে পেশ করা হয়েছিল, যেখানে **আদালত তার ০৫.০৬.২০১২ তারিখের আদেশের** মাধ্যমে বলেছিলঃ-

> *".....অ্যাস্পায়ারিং ইঞ্জিনিয়ার্স এবং এক্সপোর্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে রায়টি, লার্ড কাউন্সেল দ্বারা বিতর্কিত ছিল না, শিল্প বিরোধ আইনের ৩২ ধারা বিবেচনা না করেই প্রদান করা হয়েছিল যা নিম্নরূপঃ -*
>
> *"ধারা ৩২: কোম্পানি ইত্যাদির দ্বারা অপরাধঃ-এই আইনের অধীনে অপরাধকারী কোনও ব্যক্তি যদি কোনও সংস্থা, বা অন্য কোনও সংস্থা, বা ব্যক্তিদের সমিতি (অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক) হয়, তবে প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব, প্রতিনিধি বা এর ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য কর্মকর্তা বা ব্যক্তি, যদি না তিনি প্রমাণ করেন যে অপরাধটি তাঁর জ্ঞান বা সম্মতি ছাড়াই সংঘটিত হয়েছিল, তবে তাকে এই ধরনের অপরাধে দোষী বলে গণ্য করা হবে।"*
>
> *যদি নিম্নোক্ত আদালতে বিচারাধীন আবেদনটি শিল্প বিরোধ আইনের ৩৩ গ ধারার অধীনে অর্থ প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয় এবং যদি অর্থ প্রদান না করা হয়, তবে বাদ দেওয়া শিল্প বিরোধ আইনের ২৯ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। সেই ক্ষেত্রে শিল্প বিরোধ আইনের ৩২ ধারা আবেদনকারীকে শাস্তিমূলক পরিণতির জন্য দায়বদ্ধ করে তুলবে। অতএব, এই আবেদনটি গ্রহণ করা সম্ভব নয় যে রিট আবেদনকারীকে কখনই শ্রমিকের বকেয়া অর্থের জন্য দায়বদ্ধ করা যাবে না যিনি শ্রমের সামনে শিল্প বিরোধ আইনের ৩৩ গ (২) ধারার অধীনে আবেদনটি উপস্থাপন করেছেন....."*

১১. শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ২৯ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ -

> ***"২৯. মীমাংসা বা রায় লঙ্ঘনের দণ্ডঃ-যে ব্যক্তি** এই আইনের অধীনে যে কোনো মীমাংসার কোনো শর্ত লঙ্ঘন করে বা পুরস্কার, যা এই আইনের অধীনে তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে একটি মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় যা বাড়তে পারে ছয় মাস, বা জরিমানা, বা উভয় সঙ্গে, এবং যেখানে লঙ্ঘন একটি ক্রমাগত এক, আরও জরিমানা যা হতে পারে প্রতি দিনের জন্য দুইশত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত যা প্রথম এবং এর জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরেও লঙ্ঘন চলতে থাকে*

আদালত অপরাধের বিচার করলে, অপরাধীকে জরিমানা করলে, নির্দেশ দিতে পারে তার কাছ থেকে আদায় করা জরিমানার পুরো বা কোনো অংশ অর্থ প্রদান করা হবে, ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে, যে কোন ব্যক্তিকে, যার মধ্যে মতামত, এই ধরনের লঙ্ঘনের দ্বারা আহত হয়েছে।"

১২. **শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৩২ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ-**

*"৩২. **কোম্পানি ইত্যাদি দ্বারা অপরাধ**-যেখানে একজন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে একটি অপরাধ করা একটি সংস্থা, বা অন্য কর্পোরেট সংস্থা, অথবা ব্যক্তিদের একটি সমিতি (তা হোক না কেন) অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক), **প্রতিটি পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব, এজেন্ট** বা এর সাথে সম্পর্কিত অন্য কর্মকর্তা বা ব্যক্তি এর ব্যবস্থাপনা, যদি না সে প্রমাণ করে যে অপরাধটি তার জ্ঞান বা সম্মতি ছাড়াই সংঘটিত হয়েছিল, হিসাবে বিবেচিত হবে এই ধরনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া।*

১৩. "আবেদনকারীর এই যুক্তি যে তাকে প্রাথমিকভাবে পক্ষভুক্ত করা হয়নি, এই পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক নয় কারণ **বিচার আদালত শিল্প বিরোধ আইনের ৩২ ধারা অনুসারে পরিচালক (আবেদনকারী)- ১১.০১.২০১৯ এর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে।** এটি রেকর্ডে রয়েছে যে আবেদনকারী কোম্পানির পরিচালক হওয়ার কথা অস্বীকার করেননি এবং শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৩২ ধারার অধীনে, ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারী/পরিচালকের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

১৪. এই মামলায় ক্ষতিপূরণ আদেশটি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রম আদালত দ্বারা শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর মামলা নং ৩৩ গ (২)-এর অধীনে পাস করা হয়েছিল।

১৫. **ষোল বছর ধরে এখানকার শ্রমিক ২০০৭ সাল থেকে একটি সুবিধাজনক আইনের** অধীনে আইনত প্রাপ্য সুবিধা পেতে স্তম্ভ থেকে পদের দিকে ছুটে বেড়াচ্ছেন, যা অভিযুক্তরা আইনের অধীনে পাওনা পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ থাকা সত্ত্বেও অস্বীকার করে আসছেন।

১৬. আইনটি শ্রমিকদের সুবিধার জন্য একটি উপকারী আইন। এবং ২০০৭ সাল থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা স্পষ্টতই আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার। আবেদনকারীর প্রার্থনা যে মামলাটি হওয়া উচিত দায়ের করা হয়েছে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির বিরুদ্ধে।

১৭. **২০১৯ সালের সিআরআর ৩৪৭৭ এইভাবে খারিজ করা হয়েছে।**

১৮. ২০১৯-এর ফৌজদারি সংশোধন নং ১২৭-এ কলকাতার সিটি সেশনস কোর্টের বিজ্ঞ চিফ জজের আদালত কর্তৃক ৮ই আগস্ট, ২০১৯ তারিখের আদেশটি গৃহীত হয়, যার ফলে শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ৩৩গ (১)-এর অধীনে ২০১৩-এর সিএস/১৬০৮৮ সম্পর্কিত কলকাতার ১৬ নম্বর আদালতের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১১ই জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের আদেশটি নিশ্চিত করা হয়। **বিচারিক আদালতকে এই আদেশের তারিখ থেকে ৩ মাসের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়।**

১৯. খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২০. সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২১. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল বলে গণ্য হবে।

২২. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পাঠানো হবে।

২৩. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর দ্রুত সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পাল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal